সহ-সভাপতির বিরুদ্ধে অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা

মানবাজার

পঞ্চায়েত প্রধানের অনুপস্থিতিতে সেখানে অবৈধ ভাবে পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি হস্তক্ষেপ করছেন বলে বিডিও-র কাছে অভিযোগ করল বিজেপি। বুধবার বিডিও-র (মানবাজার ১) কাছে স্থানীয় বিজেপি নেতা সুজিত বাউরি অভিযোগ করেন, তৃণমূল নেতা তথা মানবাজার ১ পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি দিলীপ পাত্র বিশরি পঞ্চায়েতের শংসাপত্রে সই করছেন, সিলমোহর দিচ্ছেন। যা তিনি করতে পারেন না।পঞ্চায়েত সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক মাস ধরে ওই পঞ্চায়েত কার্যালয়ে আসছেন না তৃণমূলের প্রধান সজ্জিতা বেসরা। তাঁর ফোন বন্ধ থাকায় প্রতিক্রিয়া মেলেনি। বিজেপি কর্মীদের একাংশের অভিযোগ পঞ্চায়েত অফিসের ঘরে দিলীপ নানা অনৈতিক কাজ করেছেন। সম্প্রতি তিনি পঞ্চায়েত কর্মীদের হুমকি দেন বলেও অভিযোগ। যদিও দিলীপের দাবি, ‘‘পঞ্চায়েতের স্থায়ী কর্মীর কাছে কার্যালয়ের চাবি রাখতে বলেছি। কাউকে হুমকি দিইনি। পঞ্চায়েতের কাজেও হস্তক্ষেপ করিনি। আসলে বিজেপি কর্মীরাই নানা অজুহাতে পঞ্চায়েতে গোলমাল পাকাতে চাইছেন।’’ বিডিও (মানবাজার ১) দেবাশিস ধর বলেন, ‘‘দিলীপ পাত্রের বিরুদ্ধে একাধিক অনিয়মের অভিযোগ মিলেছে। আইনত কী করা যায় দেখা হচ্ছে।’’

দাবিদাওয়া

আড়শা: গ্রামীণ চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ, পরিচয়পত্র দেওয়া এবং স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে নিয়োগ করা-সহ নানা দাবি তুলল প্রোগ্রেসিভ মেডিক্যাল প্র্যাকটিশনার্স অ্যাসোসিয়েশন অব ইন্ডিয়া (পিএমপিএআই)। সম্প্রতি সংগঠনের তরফে আড়শার ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছে দাবিপত্র জমা দেওয়া হয়। দাবি, আড়শা ব্লকের সব গ্রামীণ চিকিৎসকের নাম আইএইচসিপি-র আওতায় নথিভুক্ত করে রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ শেষে শংসাপত্র ও পরিচয়পত্র দিয়ে স্বাস্থ্যকর্মী হিসেবে স্থায়ী নিয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামীণ চিকিৎসকদের অযথা হয়রানি বন্ধের দাবিও তুলেছে সংগঠন। এ ছাড়া আড়শা ব্লকের জনসংখ্যার অনুপাতে সিরকাবাদ স্বাস্থ্যকেন্দ্রে শয্যা, চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীর সংখ্যা বাড়ানো, সদ্যোজাত শিশু ও প্রসূতিদের জন্য আইসিইউ এবং সিসিইউ পরিষেবা চালু করা প্রভৃতি দাবি রাখা হয়েছে।

বিমানের হাতে

বড়জোড়া: নিজের পুরস্কারের অর্থ পিছিয়ে পড়া পরিবারের মেয়েদের শিক্ষার জন্য দান করলেন বড়জোড়ার বাসিন্দা তথা গবেষক মহসিন মণ্ডল। মঙ্গলবার তিনি কলকাতায় সিপিএমের রাজ্য দফতরে গিয়ে বিমান বসুর হাতে চেক তুলে দেন। কলকাতার একটি কলেজের পুষ্টিবিদ্যার শিক্ষক মহসিন সম্প্রতি তাঁর কিছু গবেষণাপত্রের জন্য আমেরিকার একটি সংস্থা থেকে পুরস্কার পেয়েছেন। সেই পুরস্কারের অর্থ তিনি বিদ্যাসাগর ফাউন্ডেশনের কর্ণধার বিমান বসুর হাতে তুলে দেন। তাঁর কথায়, ‘‘চাই, মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটুক।’’

ঝুলন্ত দেহ

ঝালদা: এক নাবালকের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল। পুলিশ জানায়, বছর ১৭-র ছেলেটির বাড়ি ঝালদার একটি গ্রামে। বুধবার বাড়িতেই তাকে ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যায়। কাছের স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত বলে জানান চিকিৎসক। দেহ মর্গে পাঠিয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু করে পুলিশ।



■ মাটির প্রদীপ তৈরি হচ্ছে পুরুলিয়া ১ ব্লকের কোটলুই গ্রামে। *নিজস্ব চিত্র*

দুয়ারে অর্ণব, প্রদীপ শুকোনোয় চিন্তা

নিজস্ব সংবাদদাতা

পুরুলিয়া

দীপাবলিতে মাটির প্রদীপের চাহিদা বাড়লেও মৃৎশিল্পীদের চিন্তা বাড়িয়েছে ঘূর্ণিঝড় অর্ণব। বৃষ্টিতে প্রদীপ তৈরি ও শুকোনোর কাজ ব্যাহত হলে নির্দিষ্ট সময়ে বরাত পৌঁছে দেওয়া কঠিন হয়ে পড়বে বলে আশঙ্কা তাঁদের।

বৈদ্যুতিক নানা রকম চিনা আলো দীপাবলির বাজার দখল করলেও গত কয়েক বছরে ক্রমশ মাটির প্রদীপের প্রতি ক্রেতাদের আগ্রহ ফিরছে। বলরামপুরের জুগিডি, জয়পুরের কুমারপাড়া, ঝালদার কুমোরপাড়া এবং পুরুলিয়া ১ ব্লকের কোটলই-সহ বিভিন্ন এলাকার মৃৎশিল্পীদের প্রদীপ তৈরির ব্যস্ততা অনেক বেড়েছে। প্রদীপ তৈরি, রোদে শুকোনো এবং রং করার কাজ চলছে জোরকদমে। স্থানীয় বাজারের পাশাপাশি ঝাড়খণ্ডের টাটা, চাইবাসা এবং ওড়িশার রাউরকেলা থেকেও আসছে বরাত। ফলে এ বার প্রদীপের চাহিদা বাড়ায় আশায় বুক বেঁধেছেন শিল্পীরা। তবে আবহাওয়ার প্রতিকূলতা সেই আশায় জল ঢালতে পারে বলে তাঁদের আশঙ্কা।

শিল্পীদের বক্তব্য, মাটির প্রদীপ ঠিকমতো শুকোনো জরুরি। বৃষ্টি হলে কাঁচা প্রদীপ নষ্ট হয়ে যাবে। আবার পর্যাপ্ত রোদ না পেলে প্রদীপ শুকোতেও অনেক বেশি সময় লাগবে। ফলে উৎপাদন মার খাবে। তাই ঘূর্ণিঝড়ের আশঙ্কায় ক'দিন ধরে নাওয়াখাওয়া ভুলে শিল্পীরা প্রদীপ তৈরি করছেন।

তাঁরা জানান, দীপাবলির চার-পাঁচ দিন আগে থেকে প্রদীপের বিক্রি সব চেয়ে বেশি হয়। তার আগে প্রদীপ বাজারে পৌঁছে দিতে না পারলে বড় আর্থিক ক্ষতি হবে। উৎসবের মরসুমে চাহিদা থাকলেও সময় পেরিয়ে গেলে প্রদীপের বিশেষ বিক্রিবাটা হয় না। তাই কাজের ফাঁকে আবহাওয়ার মতিগতির দিকেও নজর রাখতে হচ্ছে তাঁদের।

পুরুলিয়া শহরের বাসিন্দা স্কুল শিক্ষক বিকাশ মাহাতো থেকে গৃহবধূ পুষ্প দাস, তুম্বাঝালদার যশোদা মাহাতো, বলরামপুরের গোপাল বক্সী বলেন, ‘‘বৈদ্যুতিক প্রদীপ বা এলইডি আলোর রমরমা থাকলেও দীপাবলি ও কালীপূজার রাতে মাটির প্রদীপ না জ্বালাতে পারলে মন ভরে না।’’

বংশপরম্পরায় মাটির জিনিসপত্র তৈরি করছেন কোটলুই গ্রামের জয়দেব কুমার, বলরামপুরের জুগিডি স্বরূপ কুমার, জলধর কুমার, জয়পুরের মহাবীর কুমারেরা। তাঁরা বলেন, ‘‘গ্রামের বহু পরিবারের কাছে দীপাবলির মরসুমি ব্যবসা আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎস।’’ বলরামপুরের মাটির জিনিসপত্র বিক্রেতা রাকেশ প্রজাপতি জানান, প্রতি বছর দীপাবলি ও কালীপূজা উপলক্ষে ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার বিভিন্ন এলাকায় কয়েক কোটি মাটির প্রদীপ বিক্রি করি। এ বার বাড়তি চাহিদা হাসি ফুটিয়েছে ঠিকই। কিন্তু বৃষ্টির আশঙ্কা সেই হাসি কতটা ধরে রাখবে জানি না।’’

তিন দিন পরে এল জল, ট্যাঙ্কের কাজেও গতি

নিজস্ব সংবাদদাতা

ঝালদা

তিন দিন নির্জলা থাকার পরে জল সরবরাহ স্বাভাবিক হল ঝালদা শহরে। বুধবার সকাল থেকে ফের নলবাহিত জল পেয়ে স্বস্তিতে শহরবাসী। এ দিন পুরপ্রধান বিজয় কান্দু নিজে শহরের কয়েকটি ওয়ার্ড ঘুরে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। কলতলায় গিয়ে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যায় তাঁকে। নানা আবেদন জানান বাসিন্দারা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঝালদা বাসস্ট্যান্ডের কাছে সুবর্ণরেখা জল প্রকল্পের ওভারহেড ট্যাঙ্ক বসানোর জন্য খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়ে রবিবার ফেটে যায় মুরগুমা জল প্রকল্পের পাইপ। মুরগুমা প্রকল্পের জলেই এখনও ঝালদা শহরের ১২টি ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের তৃষ্ণা মেটে। হঠাৎ করে জল সরবরাহ ব্যাহত হওয়ায় তিন দিন চূড়ান্ত ভোগান্তিতে পড়তে হয় বাসিন্দাদের। ক্ষোভ জমছিল ক্রমে। মঙ্গলবার দুপুরে প্রকল্পস্থলে যান পুরপ্রধান। তার পরে এ দিন সকাল থেকেই পরিষেবা স্বাভাবিক হয়।

ঘটনা হল, কেবল মাত্র মুরগুমা প্রকল্পের উপরে নির্ভরশীল ঝালদা শহরে জলকষ্টের অভিযোগ বহু বছরের। সমস্যা মেটাতে তৃণমূল সরকারের আমলে অমৃত ২-এর অধীনে সুবর্ণরেখা জল প্রকল্পের কাজ হাতে নেয় পুরসভা। যদিও আগের সরকারের সময়ে প্রকল্পের কাজ এগোয়নি বললেই চলে। রাজ্যে পালাবদলের পরে ফের তৎপরতা শুরু হয়েছে। তারই অঙ্গ হিসেবে ঝালদা বাসস্ট্যান্ডের কাছে তৈরি হচ্ছে ওই ওভারহেড ট্যাঙ্ক। ওই জায়গায় আগে মুরগুমা জল প্রকল্পের একটি ট্যাঙ্ক ছিল। জীর্ণ হয়ে পড়ায় বছর কয়েক আগে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দফতরের তত্ত্বাবধানে সেটি ভেঙে ফেলা হয়। পুরসভা সূত্রে খবর, নতুন ট্যাঙ্কটির জল ধারণ ক্ষমতা ছ'লক্ষ লিটার। পুরপ্রধান বলেন, “এ ধরনের দু'টি ট্যাঙ্ক তৈরি হচ্ছে শহরে।”

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, খোঁড়াখুঁড়ি পর্ব মিটিয়ে ট্যাঙ্কের কংক্রিটের কাজ শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই। দ্রুত ঝালদার জলকষ্টের স্থায়ী সমাধান হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন পুর-কর্তৃপক্ষ।

আহত দুই সিভিক

ঝালদা: পথ দুর্ঘটনায় আহত হলেন দুই সিভিক ভলান্টিয়ার-সহ তিন জন। ঝালদা-জারগো রাস্তায় ইচাগে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কের কাছে বুধবার ঘটনাটি ঘটে। স্থানীয় সূত্রে খবর, পুস্তি পঞ্চায়েতের কুদলং গ্রামের বাসিন্দা ওই দুই সিভিককর্মী ডিউটি শেষে মোটরবাইকে ঝালদার দিক থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। ইচাগে উল্টো দিক থেকে আসা একটি বাইকের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে তাঁদের। জখম হন দু'টি বাইকে থাকা তিন জন। তাঁদের ঝালদা ১ ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া হয়।

পুলিশের বার্তা

কোটশিলা: মাদক বিরোধী বার্তা দিতে পদযাত্রা করল কোটশিলা থানার পুলিশ। বুধবার কোটশিলা বাজারে ওই কর্মসূচিতে পড়ুয়া ও এলাকার বিশিষ্ট জনেরা শামিল হন। পড়ুয়াদের হাতের প্ল্যাকার্ডে ছিল সচেতনতার বার্তা।

মাড়ু মসিনায় আজ নির্বাচন

নিজস্ব সংবাদদাতা

ঝালদা

কলকাতা হাই কোর্ট ঝালদার মাড়ু-মসিনা পঞ্চায়েতে প্রধান নির্বাচনে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করতে পুলিশকে আগেই নির্দেশ দিয়েছে। এই আবহে আজ, বৃহস্পতিবার সেখানে প্রধান নির্বাচনের আয়োজন করেছে প্রশাসন। তবে নিজেদের দখলে থাকা ওই পঞ্চায়েত যাতে কোনও ভাবে বেহাত না হয়, তাই নিজেদের পঞ্চায়েত সদস্যদের ধরে রাখতে মরিয়া কংগ্রেস নেতৃত্ব। সূত্রের দাবি, ভয় বা প্রলোভনে তাঁরা যাতে অন্য দলকে সমর্থন না জানান, সে জন্য কংগ্রেস কিছু দিন ধরে তাঁদের ভিন্ রাজ্যের গোপন ডেরায় নিয়ে গিয়ে রেখেছে। সেখান থেকেই তাঁদের সটান পঞ্চায়েতে নিয়ে আসা হবে। তাই সেখানে পুলিশি নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবি জানিয়েছিল কংগ্রেস। নির্বাচনে ১১টি আসনের এই পঞ্চায়েতে পাঁচটিতে কংগ্রেস, তৃণমূল তিনটি, আজসু একটি এবং নির্দল দু'টিতে জেতে। বোর্ড গঠনের আগেই নির্দলেরা তৃণমূলে যোগ দেন। আজসুকে সঙ্গে নিয়ে বোর্ড গড়ে তৃণমূল। প্রধান হন নির্দল থেকে তৃণমূলে আসা উর্মিলা নায়ক। পরে তিনি আবার কংগ্রেসে যোগ দেন। রাজ্যে পালাবদলের পরে তৃণমূলের আরও দু'জন কংগ্রেসে যোগ দেন। শেষমেষ কংগ্রেসের সাত জন মিলে প্রধান ও উপপ্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনেন। তবে তলবিসভার আগেই উর্মিলা প্রধান পদ থেকে ইস্তফা দেন।

১ অক্টোবর প্রধান নির্বাচনের জন্য সভা ডেকেছিল প্রশাসন। নির্ধারিত সময়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যেরা পঞ্চায়েত কার্যালয়ে পৌঁছে গেলেও শেষ মুহূর্তে পঞ্চায়েত আইন এবং আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির কারণ দেখিয়ে সভাটি স্থগিত করে প্রশাসন। যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠতার নিরিখে সদস্যেরা নিজেদের মধ্যে থেকে প্রধান ও উপপ্রধান নির্বাচন করে নির্দিষ্ট খাতায় তা লিপিবদ্ধ করেন। তবে সেই প্রক্রিয়াকে প্রশাসন মান্যতা দিতে চায়নি। এরপরেই হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় কংগ্রেস। কংগ্রেসের আইনজীবী ললিতমোহন মাহাতার দাবি, বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ পুলিশকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে নির্দেশ দিয়েছেন। প্রাক্তন জেলা কংগ্রেস সভাপতি নেপাল মাহাতো বলেন, “প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে এখানে অন্য কোনও দল গণতন্ত্রকে হত্যা করার চেষ্টা করলে তার ফল মারাত্মক হবে।”

সিআইএল ফাইনাল

পুরুলিয়া: কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডের সহযোগিতায় আয়োজিত সিআইএল কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনালে পুরুষ ও মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হল যথাক্রমে শিলিগুড়ি ও কৃষ্ণনগর জ়োনের দল। বুধবার পুরুলিয়ার এমএসএ গ্রাউন্ডে খেলাগুলি হয়। মাঠে ছিলেন পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো। উদ্যোক্তারা জানান, পুরুষ বিভাগে শিলিগুড়ি জ়োনের নন্দঝাড় ছাত্র সমাজ টাইব্রেকারে হাওড়া জ়োনের ক্যানিং দিশেহারাকে ৫-৪ গোলে হারায়। মহিলা বিভাগে শিলিগুড়ি জ়োনের বিবেকানন্দ স্কুলকে ১-০ গোলে পরাজিত করে কৃষ্ণনগর জ়োনের মুর্শিদাবাদ রামনগর সিসি। জয়সূচক গোলটি করেন লক্ষ্মীমণি হাঁসদা। পুরুষ ও মহিলা বিভাগে সেরা খেলোয়াড় হন যথাক্রমে জয়ী দলগুলির দীপ সরকার ও রূপালী বাউরি।

পঞ্জাব নেশনাল ব্যাঙ্ক ...भरोसे का प्रतीक ! | **punjab national bank** ...the name you can BANK upon ! | **ই-অকশন সেল নোটিস**

অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ (এআরএমবি): পুরুলিয়া

এআরএমবি পুরুলিয়া, রাজা বাঁধ পাড়া, শশধর গাঙ্গুলী রোড, পুরুলিয়া (পশ্চিমবঙ্গ) – ৭২৩১০১, ই-মেল: cs8301@pnb.bank.in

এসআই (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯(১)-এর বিধানাবলির সহিত পঠিত রুল ৮(৬)-এর বিধানাবলি এবং সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে স্থাবর পরিসম্পদ বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন সেল নোটিস।

সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করিয়া ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং গ্যারেন্টর(গণ)-কে এতদ্দ্বারা নোটিস দেওয়া হইতেছে যে, অত্র নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি জামিনযুক্ত পাওনাদার-এর নিকট রেহানাবদ্ধ/চার্জযুক্ত রহিয়াছে, যাহার দখল ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার/জামিনযুক্ত পাওনাদার কর্তৃক লওয়া হইয়াছে এবং উহা নিম্নে বর্ণিতমতো সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ ও গ্যারেন্টরগণ-এর নিকট হইতে ব্যাঙ্ক/জামিনযুক্ত পাওনাদারের বকেয়া উশুলের নিমিত্ত অত্র নিম্নোক্ত সারণি-তে উল্লেখিত তারিখে “যেখানে যে অবস্থায় আছে”, “যেখানে যাহা কিছু আছে” এবং “যেখানে যেরূপ প্রকার আছে” ভিত্তিতে বিক্রয় করা হইবে। সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহের জন্য সংরক্ষিত মূল্য ও বায়না জমার পরিমাণ নীচের সারণি-তে উল্লেখ করা হইল।।

ই-অকশনের তারিখ/সময়: ১৮.১২.২০২৬, বেলা ১১.০০টা হইতে বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত এবং ইএমডি দাখিলের শেষ তারিখ: ১৮.১২.২০২৬, বেলা ৩.০০টা পর্যন্ত।
এআরএমবি, পুরুলিয়া, শ্রী মুকেশ কুমার, চিফ ম্যানেজার (অনুমোদিত অফিসার), মোবাইল নং ৮৭৮৯২৩৬৭৭১। ই-অকশন কালেকশন এ/সি-এর বিবরণ: অ্যাকাউন্টের নাম – আরটিজিএস–ইন্টারব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট, এ/সি 830100317118A, (আইএফএসসি – PUNB0830100)

জামিনযুক্ত পরিসম্পদের তফশিল

ক্র নং	ব্রাঞ্চের নাম / অ্যাকাউন্টের নাম / ঋণগ্রহীতা/গ্যারেন্টর-এর অ্যাকাউন্টের নাম ও ঠিকানা	রেহানাবদ্ধ স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ/মালিকের নাম [সম্পত্তিসমূহের বন্ধকদাতাগণ]	(ক) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর ১৩(২) ধারা অধীনে ডিমান্ড নোটিসের তারিখ (খ) বকেয়া অর্থের পরিমাণ, ... তারিখমতো (গ) সারফেইসি অ্যাক্ট ২০০২-এর ১৩(৪) ধারা অধীনে দখলের তারিখ (ঘ) দখলের ধরন প্রতীকী/বাস্তবিক	(ক) সংরক্ষিত মূল্য (লক্ষ টাকায়) (খ) বায়না জমা (গ) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
১	**বড়জোড়া (০৪৬৪২০)** / **মেসার্স টেসকন** / **অংশীদার** ১। নিরঞ্জন নন্দী, পিতা শ্রী শম্ভুনাথ নন্দী ২। শিশির নন্দী, পিতা শ্রী শম্ভুনাথ নন্দী / **বন্ধকদাতা** ৩। শ্রীমতী সাধনা নন্দী, স্বামী নিরঞ্জন নন্দী / **গ্যারেন্টর** ৪। শ্রীমতী সন্ধ্যা নন্দী, স্বামী শিশির নন্দী / **ঠিকানা** :- স্কুল ডাঙা, গ্রাম+পোঃঅঃ-বড়জোড়া, জেলা বাঁকুড়া – ৭২২২০২, পশ্চিমবঙ্গ ৫। শ্রী গণেশ আখুলি, কে/অ – বাসুদেব আখুলি ৬। জবা আখুলি, কে/অ – গণেশ আখুলি / **ঠিকানা:-** রায় কলোনি, গ্রাম+পোঃঅঃ – বড়জোড়া, জেলা বাঁকুড়া – ৭২২২০২, পশ্চিমবঙ্গ	নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তি, অবস্থান: ২০০৫-এর রেজিস্টার্ড দলিল নং I - ৮৭৮, তারিখ ১৪.০৬.২০০৫ জে. এল. নং ৪৬, এল. আর. প্লট নং ২২৫৬, ২২৫৮ ও ২২৫৭, খতিয়ান নং ৫১০৪, আয়তন ৫.০০ শতক, অবস্থান: মৌজা – বড়জোড়া, থানা – বড়জোড়া, জেলা – বাঁকুড়া, শ্রীমতী সাধনা নন্দী, স্বামী শ্রী নিরঞ্জন নন্দীর নামে। ***বাস্তবিক দখল ***	**(ক) ১৪.০৬.২০২২ (খ) টাঃ ২,৯০,৬৯,৮১৯.৯০ (৩১.০৩.২০২১ তারিখমতো তৎসহ ঠিকাচুক্তি হারে আরও সুদ, উশুল বাদ দিয়া (যদি থাকে), ০১.০৪.২০২১ তারিখ হইতে কার্যকর, তদুপরি অন্যান্য চার্জ) (গ) ৩০.০৮.২০২২ (ঘ) বাস্তবিক দখল**	**(ক) টাঃ ১২.৭৫ লক্ষ (খ) টাঃ ১.২৮ লক্ষ (গ) টাঃ ০.১০ লক্ষ**
২	**বড়জোড়া (০৪৬৪২০)** / **মেসার্স গন্ধেশ্বরী ভাণ্ডার** / **স্বত্বাধিকারী ও বন্ধকদাতা:** **শ্রী অভিজিৎ দাস, পিতা- শ্রী সত্যকিঙ্কর দাস** / **গ্যারেন্টর ও বন্ধকদাতা:** **শ্রীমতী রোজি দাস, স্বামী শ্রী অভিজিৎ দাস** **সকলের ঠিকানা:** বড়জোড়া কলেজ রোড, পোঃঅঃ + থানা: বড়জোড়া, জেলা: বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২২০২	নিম্নোক্তের সমগ্র অবিচ্ছেদ্য অংশ, বাস্তু জমি ও বিল্ডিং সমন্বিত সম্পত্তি, আয়তন ৭ ডেসিম্যাল, অবস্থান: জে. এল. নং ৪৬, প্লট নং আরএস- ১২৩৫/এলআর- ১৬১৯, আরএস- ১২৪৬/এলআর- ১৬২০ ও আরএস- ১২৪৫/এলআর- ১৬১৪, এল. আর. খতিয়ান নং ৭৩৫১ ও ৭৩৫২ সমন্বিত, মৌজা – বড়জোড়া, থানা – বড়জোড়া, জেলা – বাঁকুড়া (পশ্চিমবঙ্গ)। সম্পত্তিটি শ্রী অভিজিৎ দাস, পিতা – সত্যকিঙ্কর দাস এবং শ্রীমতী রোজি দাস, স্বামী – শ্রী অভিজিৎ দাসের নামে রহিয়াছে, ২২.০৭.২০১৫ তারিখের দলিল নং I-০১২৮৪ অনুযায়ী, যাহা গঙ্গাজলঘাটিতে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত। **চৌহদ্দির বিবরণ:** উত্তরে: আরএস প্লট নং ১২৩৪-এর জমি, দক্ষিণে: ১২ ফুট চওড়া সাধারণ পিচ রাস্তা, পূর্বে: আরএস প্লট নং ১২৩৪, ১২৪৭ ও ১২৪৮-এর জমি, পশ্চিমে: ৬ ফুট চওড়া সাধারণ রাস্তা। ***কনস্ট্রাক্টিভ দখল***	**১) ২৮.০৭.২০২৬ ২) টাঃ ২৪,৯৯,৪০২.৭৯ (৩০.০৬.২০২৬ তারিখমতো তৎসহ ঠিকাচুক্তি হারে আরও সুদ, উশুল বাদ দিয়া (যদি থাকে), ০১.০৭.২০২৬ তারিখ হইতে কার্যকর, তদুপরি অন্যান্য চার্জ) ৩) ০৯.১০.২০২৬ ৪) প্রতীকী দখল**	**(ক) টাঃ ৫০.২১ লক্ষ (খ) টাঃ ৫.০২ লক্ষ (গ) টাঃ ০.২০ লক্ষ**
৩.	**বড়জোড়া (০৪৬৪২০)** / **শ্রী অভিজিৎ দাস এবং শ্রীমতী রোজি দাস** / **ঋণগ্রহীতা ও বন্ধকদাতা:** **শ্রী অভিজিৎ দাস এবং শ্রীমতী রোজি দাস** **সকলের ঠিকানা: বড়জোড়া কলেজ রোড, পোঃঅঃ + থানা: বড়জোড়া, জেলা: বাঁকুড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭২২২০২**		**১) ২৮.০৭.২০২৬ ২) টাঃ ১৩,৩৫,৫৬৫.৩৮ (৩০.০৬.২০২৬ তারিখমতো তৎসহ ঠিকাচুক্তি হারে আরও সুদ, উশুল বাদ দিয়া (যদি থাকে), ০১.০৭.২০২৬ তারিখ হইতে কার্যকর, তদুপরি অন্যান্য চার্জ) ৩) ০৯.১০.২০২৬ ৪) প্রতীকী দখল**	

শর্তাবলি
এই বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-তে নির্ধারিত শর্তাবলি এবং নিম্নোক্ত আরও শর্তসাপেক্ষ হইবে:
১। সম্পত্তিসমূহ **“যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে”, “যেখানে যাহা কিছু আছে ভিত্তিতে” ও “যেখানে যেরূপ প্রকার আছে ভিত্তিতে”** বিক্রয় করা হইবে।
২। উপরোক্ত তফশিলে নির্ধারিত জামিনযুক্ত পরিসম্পদের বিবরণ অনুমোদিত অফিসারের সর্বোত্তম তথ্যমতো বিবৃত করা হইয়াছে, তবে অনুমোদিত অফিসার এই ঘোষণায় কোনও প্রমাদ, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়িবার জন্য জবাবদিহি করিবেন না।
৩। এই বিক্রয় উপরোক্ত তারিখ ও সময়ে ওয়েবসাইট https://baanknet.com-তে ব্যবস্থিত ই-অকশন প্ল্যাটফর্ম মারফত নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক করা হইবে।
৪। বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলির জন্য দেখুন https://baanknet.com এবং www.pnb.bank.in
জামিনযুক্ত পাওনাদারের জ্ঞাত দায়ের বিবরণ: আমাদের নিকট প্রাপ্ত রেকর্ড অনুযায়ী, মেসার্স টেসকন-এর অ্যাকাউন্টে আদালত, ফোরাম, ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদির সমক্ষে নিম্নোক্ত মামলাগুলি বিচারাধীন রহিয়াছে:-
১। মানি স্যুট (কমার্শিয়াল) ২৩/২০২৪ (পূর্বে ২০২১-এর মানি স্যুট ১৯) মহামান্য কমার্শিয়াল কোর্ট, আসানসোলের সমক্ষে বিচারাধীন
২। মহামান্য এমপ্লয়ি ইনস্যুরেন্স কোর্ট, কলকাতার সমক্ষে টেন্ডার কেস নং ১৩৪/২০২৩ (স্ট্যাটাস – জ্ঞাত নহে)
৩। মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের সমক্ষে এমএটি (টেন্ডার অফ ম্যান্ডামাস আপিল) নং ২২০৩/২০২৩ (সিএএন/৪/২০২৫) বিচারাধীন
৪। সিভিল জজ সিনিয়র ডিভিশন, বাঁকুড়ার সমক্ষে টাইটেল স্যুট ১৪৬/২০২৩ বিচারাধীন
৫। ব্যাঙ্কের দায়ের করা অরিজিনাল অ্যাপ্লিকেশন (ওএ), ২০২২-এর ওএ ২৩৬ মহামান্য ডেট রিকভারি ট্রাইব্যুনাল ২ কলকাতার সমক্ষে বিচারাধীন
৬। মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টের সমক্ষে এফএমএটি (অ্যাডমিশন অফ সিভিল আপিল ফ্রম অর্ডার) নং ৩৮৯/২০২২ বিচারাধীন
৭। ব্যাঙ্কের দায়ের করা সিও (সিভিল অর্ডার/বিবিধ মামলা) ২০২৩-এর ২২১৯, মাননীয় কলকাতা হাইকোর্টের সমক্ষে বিচারাধীন
৮। মাননীয় কলকাতা হাইকোর্টের সমক্ষে সিও (সিভিল অর্ডার/বিবিধ মামলা) ২০২৩-এর ২৬০০ বিচারাধীন
৯। মাননীয় কলকাতা হাইকোর্টের সমক্ষে এমএটি/এফ/১৮৩৭/২০২৬ বিচারাধীন
১০। মহামান্য ডেট রিকভারি ট্রাইব্যুনাল ২ কলকাতার সমক্ষে সিকিউরিটাইজেশন অ্যাপ্লিকেশন ২০২৫-এর এসএ ৪০ বিচারাধীন
জামিনযুক্ত পাওনাদারের জ্ঞাত দায়ের বিবরণ: আমাদের নিকট প্রাপ্ত রেকর্ড অনুযায়ী, মেসার্স গন্ধেশ্বরী ভাণ্ডার এবং শ্রী অভিজিৎ দাস ও শ্রীমতী রোজি দাস-এর অ্যাকাউন্টে আদালত, ফোরাম, ট্রাইব্যুনাল ইত্যাদির সমক্ষে নিম্নোক্ত মামলাগুলি বিচারাধীন রহিয়াছে:
১। ব্যাঙ্কের দায়ের করা অরিজিনাল অ্যাপ্লিকেশন (ওএ), ২০২৬-এর ওএ ৬৩৪ মহামান্য ডেট রিকভারি ট্রাইব্যুনাল ২ কলকাতার সমক্ষে বিচারাধীন।
২। মহামান্য ডেট রিকভারি ট্রাইব্যুনাল ২ কলকাতার সমক্ষে ২০২৫-এর সিকিউরিটাইজেশন অ্যাপ্লিকেশন এসএ ৪৫৫ বিচারাধীন।

তারিখ: ২৮.১০.২০২৬
স্থান: পুরুলিয়া

অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক, জামিনযুক্ত পাওনাদার

সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২-এর রুল ৮(৬) অধীনে সংবিধিবদ্ধ সেল নোটিস

আনন্দবাজার পত্রিকা **ইত্যাদি**

নাম পরিবর্তন

I, Sk Kausuddin S/o Late Sk Moktar, Resident of Vill.+P.O.- Sattore, P.S.-Panrui, Dist-Birbhum, Pin-731236 do hereby solemnly affirm and declare that Sk Sahidul Hossain is my son & my new name is Sk Kauddin. That Sk Sahidul Hossain S/o Sk Kauddin and Sk Sahidul Hossain S/o Sk Kausuddin is the same and single person in the eye of law. And that Sk Kauddin S/o Late Sk Moktar and Sk Kausuddin S/o Late Sk Moktar is the same and single person in the eye of law. Affidavit by Before the Notary Public at Bolpur, Birbhum, affidavit no. 2954, dated 27/10/2026.
AG302AGG302 00246134

I, Nilkamal Besra S/O Lakhindar Besra, resident of Vill- Damrughutu, P.O- Barametyala, P.S- Kotshila, Dist- Purulia (W.B.), do hereby solemnly affirm and declare and oath as follows:- That our community person use their surname as Majhi, Tudu, Besra, Hansda, Hembram etc. but all the surname belong to santal cast. That Sarada Majhi S/O Chhutu Majhi is /was my grand father since deceased. That some document of